অধ্যায় 5

সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণ (Social Process and Socialization)

অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

- 5.1 সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)
  - 5.1.1 সামাজিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Social Process)
  - 5.1.2 সামাজিক প্রক্রিয়ার ধরন (Types of Social Process)
- 5.2 সামাজিকীকরণ (Socialization)
  - 5.2.1 সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Socialization)
  - 5.2.2 সামাজিকীকরণের প্রণালী (Process of Socialization)
  - 5.2.3 সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম (Agencies of Socialization)

5.1 সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)

মানব সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পদ্ধতিকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলে। সমাজ হল মূলত কতকগুলি সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল (Society is the web of social relationship)। এই জটাজাল বলতে মানুষের পরস্পরের প্রতি পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝানো হয়। পারস্পরিক স্নেহ, মায়া, মমতা, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এগুলি এক-একটি আন্তঃমানবিক সম্পর্কের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। এই আন্তঃমানবিক সম্পর্ক আবার গড়ে ওঠে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। এগুলির মাধ্যমেই কোনো-না-কোনোভাবে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে পরে। সুতরাং যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে মানুষের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং যার মাধ্যমে সমাজের সৃষ্টি হয়, সেই প্রক্রিয়াকেই সামাজিক প্রক্রিয়া বলে।

5.1.1 সামাজিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Social Process)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সার্বিক ধারণালাভের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- সমাজতত্ত্ববিদ **হর্টন** এবং **হান্ট** (Horton and Hunt) সামাজিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞায় বলেছেন, "Social process as repetitive forms of behaviour which are commonly found in social life." অর্থাৎ, সামাজিক প্রক্রিয়া হল আচরণের পুনরাবৃত্তি, যেগুলি খুব সহজেই সমাজজীবনে পরিলক্ষিত হয়।
- সমাজতাত্ত্বিক **গ্রিন** (A W Green) সামাজিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞায় বলেছেন, "Social process are merely the characteristic ways in which interaction occurs." অর্থাৎ, সামাজিক প্রক্রিয়া হল বিশিষ্ট পদ্ধতি, যেখানে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

যাই হোক, সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায়, মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দুজন ব্যক্তি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দিষ্ট সময় অবধি বহন করে চলে।

5.1.2 সামাজিক প্রক্রিয়ার ধরন (Types of Social Process)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—**পার্ক** এবং **বার্জেস** (Park and Burges) সামাজিক প্রক্রিয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—① প্রতিযোগিতা (Competition), ② দ্বন্দ্ব (Conflict), ③ উপযোজন (Accommodation), ④ আত্তীকরণ (Assimilation)।

আবার **লিওপোল্ড ভন ওয়াইজে** (Leopold Von Wiese) সামাজিক প্রক্রিয়াকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। এই দুটি ভাগ হল—① সংযোগকারী (Conjunctive), ② বিয়োগকারী (Disjunctive)।

তবে যাই হোক, আমরা সামাজিক কার্য প্রক্রিয়াকে মূলত দুটি মূল ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। এই দুটি ভাগ হল যথাক্রমে—

1. **সংযোজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া (Associative Social Process) :** সংযোজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া মূলত সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজস্থ দুজন ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে। সংযোজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

   A. **সহযোগিতা (Cooperation) :** সহযোগিতা হল একটি আজীবন গতিশীল প্রক্রিয়া। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ যখন কোনো সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হয় বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একত্রে উদ্যোগী হয়, তখন সেই কার্য প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা বলে। সহযোগিতার অর্থ হল একযোগে কাজ করা। এটি একটি যৌথ প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছায়। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যেমন—স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতার ভিত্তিতেই একটি পরিবার গড়ে ওঠে ও সন্তান-সন্ততির আগমন ঘটে।

④ **সহাবস্থান (Accommodation) :** সহাবস্থান বলতে বোঝায়, বিশেষ পরিবেশ বা পরিমণ্ডলে কোনো ব্যক্তিবর্গের নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়াকে। এটি একটি সামঞ্জস্যবিধান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিবর্গ সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক মতানৈক্য সত্ত্বেও সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে একত্রে চলা হয়। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ অনেক সময়ই পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা। ফলে সমাজে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় সহাবস্থান প্রক্রিয়ার। সহাবস্থানের ফলে ভিন্ন পরিবেশ ও সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে একজন মানুষ নিজেকে খাপখাইয়ে চলে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থানের ফলে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।

⑤ **আত্তীকরণ (Assimilation) :** আত্তীকরণ হল একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আত্মস্থকরণ কার্য প্রক্রিয়া। এই কার্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোভাব, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, আদবকায়দা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে অভিন্ন জীবনধারার অংশীদার হয়ে পরে। আত্তীকরণের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির মানুষ বা গোষ্ঠী এইভাবে নিজেদের আদবকায়দা, আদানপ্রদানের মাধ্যমে অভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠন করে। সুতরাং আত্তীকরণ হল একটি ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য দূরীভূত হয়ে ঐক্য এবং সংহতি গড়ে ওঠে।

আত্তীকরণের ধারণাটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন—কোনো বাঙালি প্রবাসী ব্যক্তি আমেরিকায় দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে ব্যক্তিটির আচার-আচরণ এবং আদবকায়দা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ওই দেশে সুদীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে তারা নিজেদের বাঙালি ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে আমেরিকান সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এইভাবে আমেরিকান সমাজ-সংস্কৃতির অংশীদারি হয়ে ওঠাকে আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

⑥ **বিয়োজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া (Dissociative Social Process) :** বিয়োজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া সংযোজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ যে ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে বিভেদ, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব বা হিংসা বৃদ্ধি পায়, তাকে বিয়োজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া বলে। অর্থাৎ এই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজস্থ দুজন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে

দূরত্ব তৈরি হয়। বিয়োজনমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

A প্রতিযোগিতা (Competition) : প্রতিযোগিতা হল একটি প্রগতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া। কারণ এই প্রক্রিয়া সামাজিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। সমাজে অভীষ্ট বস্তুর বা জিনিসের জোগান যখন চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম হয় এবং সেই অভীষ্ট বস্তু বা জিনিসকে লাভের জন্য পরস্পর ধাবিত হয়, তখন প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিযোগীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে। অর্থাৎ এই ধরনের প্রক্রিয়া বস্তুকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। যেমন বলা যেতে পারে, শাসনক্ষমতা লাভের জন্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং চাকরি লাভের প্রতিযোগিতা।

B দ্বন্দ্ব (Conflict) : প্রতিযোগিতার মতো দ্বন্দ্বও একটি বিশেষ সামাজিক কার্য প্রক্রিয়া। এই কার্য প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বস্তুকেন্দ্রিক নয়। অর্থাৎ যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তখন তাকে প্রতিযোগিতা বলে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবর্গ একে অপরের বাধা হিসেবে কাজ করে। ফলে সমাজে দেখা দেয় বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বাধাবিপত্তি এমনকি খুনখারাপি। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শ্রেণি দ্বন্দ্ব (Class Conflict), জাতি দ্বন্দ্ব (Caste Conflict) এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Political Conflict) ইত্যাদি।

5.2 সামাজিকীকরণ (Socialization)

সামজিকীকরণ হল এক ধরনের শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানবশিশু ধীরে ধীরে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সমাজ-সাংস্কৃতিক গুণাবলিগুলি আত্মস্থ করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তায় রূপান্তরিত হয়। কারণ কোনো মানবশিশু সামাজিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মগ্রহণের সময় একজন মানবশিশুর শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদাগুলি বর্তমান থাকে। ক্রমে শিশুটি বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ জীবে পরিণত হয়। সুতরাং সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া, যেটি শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এবং আজীবন চলতে থাকে।

5.2.1 সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Socialization)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিকীকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- **ডেভিস** (Kingsley Davis) সামাজিকীকরণের সংজ্ঞায় বলেছেন, "Socialization is the process through which human child become social." অর্থাৎ, যে পদ্ধতিতে একজন মানবশিশু সামাজিক হয়ে ওঠে। তাকে সামাজিকীকরণ বলে।